118

দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 8 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বুয়েট ছাত্রদের ক্ষমা চাওয়া এবং কিছু কথা

গত ৩রা মে দৈনিক সংবাদ-এর অতিথি কলামে মমতাজ লতিফ রচিত 'বুয়েটের ছাত্ররা, জাতির কাছে ক্ষমা চাও' নামক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। বুয়েটের একজন সচেতন ছাত্র হিসেবে আমি এ সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। প্রথমেই আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়দের নিকট নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের টাকায় প্রকৌশল শিক্ষার মত উঁচু মাপের শিক্ষা হাতের নাগালের এসেছে তাদের কাছেও সবার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা করব। ঘটনার শুরু হয় দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্র তার বন্ধুর জন্য ক্লাস টেস্টে প্রক্সি দিয়েছিল। বুয়েটে পরীক্ষার সিস্টেম হলো পরীক্ষায় প্রতিটি কোর্সের মোট নম্বরের শতকরা সত্তর ভাগ টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা যা তিন ঘন্টায় দিয়ে থাকি। বাকি ত্রিশ ভাগের দশ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতির হার অনুসারে এবং বাকি বিশ ভাগ ক্লাস টেস্টের মার্ক অনুসারে বন্টন করা হয়। এই বিশ ভাগ মার্কের জন্য প্রতিটি কোর্সে কয়েকটি ক্লাস টেস্ট নেয়া হয়। আমি বর্তমানে লেভেল-২ টার্ম-২-এর একজন ছাত্র। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিগত দুই বছরের ছাত্রজীবনে অনেক ক্লাস টেস্ট দিয়েছি কিন্তু কোন শিক্ষক মহোদয় বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতিমালা পাইনি। আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়রাও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সবাই ক্লাস টেস্টের ব্যাপারটা একটু হালকা করেই দেখেন। হালকা অর্থ এই নয় যে গণটোকাটুকি, অসদুপায় বা প্রক্সি। এরকম কিছু হলে স্যাররা অবশ্যই শাস্তি দিয়ে থাকেন সেটা হয়তো বা ঐ ক্লাস টেস্ট বাতিল বা ঐ কোর্স বাতিল। তাই ক্লাস টেস্টে প্রক্সি দেয়ার জন্য দুই বছর বা এক বছরের জন্য বহিষ্কার বিষয়টা কি একটু ভেবে দেখার মত নয় কি? এটা কি লঘু পাপে গুরুদণ্ডের মত হয়ে যায় না?

প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বহিষ্কৃত ছাত্রটির জন্য তাদের ব্যাচের কতিপয় ছাত্র মিছিল করে। এভাবে কয়েকদিন চলার পর ঐ ব্যাচের গুটিকয়েক ছাত্র ঘটনার আগের রাতে কিছু ভাঙচুর চালায়। এখানে উল্লেখ্য, ঘটনার রাত বা তার আগের রাতে প্রতিটি হলের সাধারণ ছাত্ররা সবাই ভাঙচুরের সময় সজোরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং তাদের প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। প্রথম যে রাতে ঐ গুটিকয়েকজন ভাঙচুরে অংশগ্রহণ করেছিল তখনই যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তাহলে হয়তো বা এর পরিণতিটা এতদূর নাও গড়াতে পারত। এখানে আরো উল্লেখ্য, এসব ঘটনার আগে প্রতিটি ব্যাচ থেকেই কিছু ছাত্র সবার পক্ষ থেকে মাননীয় ভিসি স্যারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছিল কয়েকদিন পর অনুষ্ঠেয় টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনা করানোর জন্য।

তাই নিজেদের প্রতিষ্ঠান আবেগহীন খুনির মতো ধ্বংস করার অপবাদ বা দাঁত নখওয়ালা প্রকৌশলী হওয়ার অপবাদ আমরা মেনে নিতে নারাজ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সবসময়ই দেশ ও জাতির যেকোন ক্রান্তিলগ্নে তথা মুক্তিযুদ্ধ, মহামারি, বন্যা ইত্যাদি সময়ে এগিয়ে এসেছে এবং আসছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই অন্যান্য জায়গার মতো নীতিহীন দলাদলি বা ঠুনকো স্বার্থের জন্য মারামারি হানাহানি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছে এখনও। তাই গুটিকয়েক ছাত্রের জন্য যা হতে পারে প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্য আমাদের সবাইকে অপবাদ দেয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা দেশবাসীর ভেবে দেখার অবকাশ আছে বৈকি?

বুয়েট ছাত্রদের পক্ষে
মোঃ রাশেদুর রহমান
লেভেল-২, টার্ম-২
পুরকৌশল বিভাগ